8.

নিজের ব্রাউসার অভেদ্য করে তুলুন

আপনার ব্রাউসার হলো ইন্টারনেটের প্রবেশপথ, এবং যদি আপনার সন্দেহ যে ব্রাউসার এর মাধ্যমে আপনার সম্পর্কে অনেক তথ্য ইন্টারনেট এ চলে যাচ্ছে তাহলে আপনার ভাবনা একদম ঠিক।

আপনার ব্রাউসার আপনার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে ফেলে - আপনার অবস্থিতি, আপনি কি সার্চ করেন, কি কি ওয়েবসাইট দেখেন - এই সব টুকরো টুকরো তথ্য মিলিয়ে আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

আমাদের পরামর্শ আপনি কিছু "এক্সটেনশন" এবং "অ্যাড অন"(এই গুলো ছোট প্রোগ্রাম যা সহজেই ব্রাউসার এ ইনস্টল করা যায় এবং আপনার ব্রাউসার এর গোপনীয়তায় বৃদ্ধি করে) নিজের ব্রাউসার এ ইনস্টল করতে পারেন।

DATA DETOX KIT

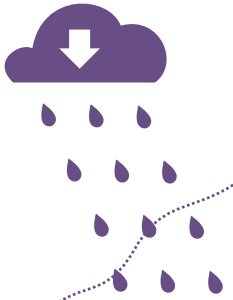

বিজ্ঞাপন আটকাতে ইনস্টল করুন uBlock Origin

আপনার কনেকশন গুলি যত টা সম্ভব সঙ্কেতাক্ষরে রাখার জন্য যেখানে যেখানে সম্ভব HTTPS Everywhere ইনস্টল করুন। এটি একটি এরকম ব্রাউসার এক্সটেনশন যা আপনার ওয়েবসাইট দের সাথে যোগাযোগ বার্তা কে গোপনীয় এবং সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

প্রয়োজনীয়

নিজের স্মার্টফোনের ডেটা কে সাদৃশ্য করুন

৫.

যা শিখলেন অন্যদেরও জানান

আপনি কি পোস্ট এবং ছবিতে ট্যাগ করে নিজের অজান্তেই আপনজন দের ইন্টারনেট এ উপলব্ধ ডেটার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন? তাহলে ওদের অনট্যাগ করে ওদের ডেটা আর নিজের মনের ভার লঘু করে ফেলুন।

এটি কেবল আপনার তথ্য সংগ্রহ করা নয়। বিশ্লেষকরা এই তথ্য সংযুক্ত করে আপনার পরিচিত লোকেদের প্রোফাইল তৈরি করে - তারা ফেসবুকে থাকুক বা না থাকুক।

আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং সহকর্মচারীদের ও এই উদ্যোগ এ সামিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই এক সাথে চেষ্টা করলে শুধু নিজেদের না পরের ডেটা ও সুরক্ষিত রাখতে পারবে।

অনলাইন হলেই যে আপনাকে সর্বত্র বিজ্ঞাপন গুলো অনুসরণ করে তাতে কী আপনার অস্বস্তি হয়? আপনি চান না যে আপনার অনলাইন কার্যকলাপ রেকর্ড করা হোক? আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে চাইছেন অথচ বুঝতে পারছেন না যে কোথা থেকে শুরু করবেন? আমরা এখানে সাহায্য করতে এসেছি!

স্মার্টফোন ত্যাগ করে গুফায় গিয়ে থাকার কোনো দরকার নেই। আপনার ফোনে এই কিছু সহজ পরিবর্তন করে আপনি নিজের ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষিত রাখতে পারেন।

এইটা কে নিজের ডেটা ডিটক্স স্টার্টার কিট মনে করুন; আপনার হাথে যদি সময় কম থাকে তাহলে এই সহজ উপায় গুলি অবলম্বন করে তৎক্ষণাৎ ডিটক্স এর ভালো প্রভাব বুঝতে পারবেন। যেহেতু এই গুলো প্রাথমিক উপায় আপনি যদি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন তাহলে এখানে আরো অনেক উপায় দেয়া আছে যেগুলো অবলম্বন করে আপনি একটা ভালো অনলাইন জীবন যাপন করতে পারবেন।

একটি পণ্য
TACTICAL TECH

দ্বারা সমর্থিত
Firefox

datadetoxkit.org
#datadetox

১.

নাম...বলা বারণ

আপনি কি কখনো নিজের ওই ফাই অথবা ব্লুটুথ বা দুটোকেই কোনো নাম দিয়েছেন? বা হতে পারে যে সিস্টেম নিজের থেকেই একটা নাম তৈরী করে দিয়েছে।

তার মানে কারুর ওই ফাই অথবা ব্লুটুথ যদি অন থাকে তাহলে অন্যরা দেখতে পাবে "মগনলাল মেঘরাজের ফোন/ ওই ফাই"।

সেই জন্য আপনি নিজের ওই ফাই অথবা ব্লুটুথ এর নাম পাল্টে এরকম একটা নাম দিন যেটা আপনার ব্যক্তিগত কোনো তথ্য জানাবেনা অথচ আপনি নাম তা দেখে বুঝতে পারবেন যে ইটা আপনার সিস্টেমের।এই পদ্ধতি তে ইটা করা যায়:

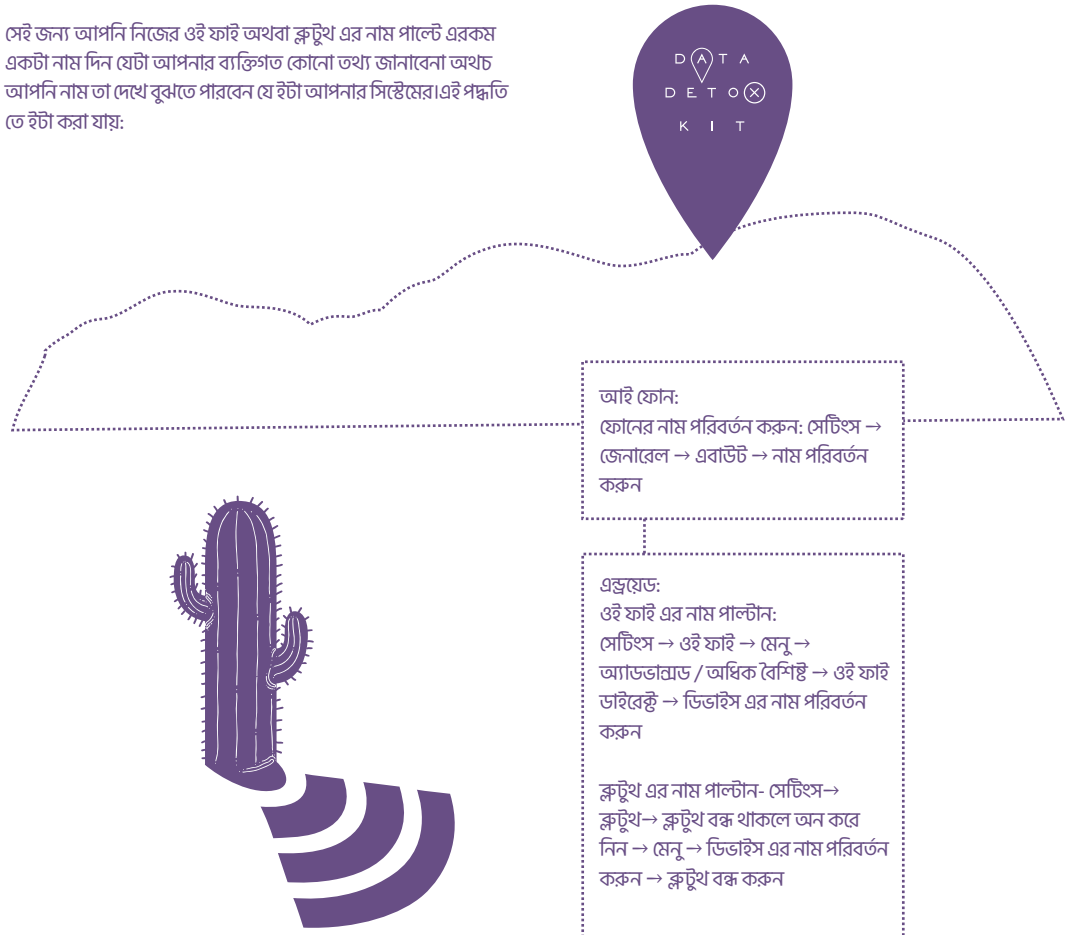

আই ফোন:
ফোনের নাম পরিবর্তন করুন: সেটিংস → জেনারেল → এবাউট → নাম পরিবর্তন করুন

এন্ড্রয়েড:
ওই ফাই এর নাম পাল্টান:
সেটিংস → ওই ফাই → মেনু → অ্যাডভান্সড / অধিক বৈশিষ্ট → ওই ফাই ডাইরেক্ট → ডিভাইস এর নাম পরিবর্তন করুন

ব্লুটুথ এর নাম পাল্টান- সেটিংস→ ব্লুটুথ→ ব্লুটুথ বন্ধ থাকলে অন করে নিন → মেনু → ডিভাইস এর নাম পরিবর্তন করুন → ব্লুটুথ বন্ধ করুন

২.

নিজের অবস্থান(লোকেশন) এর পদছাপ মুছে ফেলুন

আসুন আপনার অবস্থানের ডেটা সম্পর্কে কথা বলে শুরু করা যাক -আপনার ফোন অনবরত আপনার লোকেশন ডেটার উৎপত্তি করছে, যখন আপনি লোকেশন এর এপ ব্যবহার করছেন না তখন ও।

আপনার লোকেশন ডেটা আপনার জীবন এবং আপনার পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু ব্যক্ত করে। ঠিক সেই কারণে বড় বড় কোম্পানি এবং ডেটা ব্রোকার রা এই ধরণের ডেটা অনেক দাম দিয়ে ও কেনার জন্য তৎপর হয়ে থাকে।

ওপর থেকে দেখলে মনে হবে যে এই তথ্যগুলো অবান্তর কিন্তু এই ছোট ছোট তথ্য গুলো একসূত্রে গাঁথলে আপনার জীবনের অনেক জরুরি তথ্য লোকে জেনে যেতে পারে - আপনি কি ধরণের মানুষ

ব্যবহার না করলে লোকেশন ডেটা বন্ধ করে রাখুন। তাতে আপনার ফোনের ব্যাটারীও বেশিক্ষণ চলবে। দরকার পড়লে আপনি অনায়াসেই আপনার লোকেশন ম্যাপ অন (চালু) করে নিতে পারবেন।

এন্ড্রয়েড:
সেটিংস → সিক্যুরিটি এবং লোকেশন / লোকেশন → লোকেশন বন্ধ করুন

আই ফোন:
সেটিংস →প্রাইভেসী → লোকেশন সেবা → বন্ধ করুন

৩.

নিজের এপ গুলো সুশৃঙ্খলিত রাখুন

মাঝে মধ্যেই নিজেকে দেখে নেয়া ভালো যে ফোনে কি কি অ্যাপ আছে যাতে আপনি নিয়মিত ভাবে অ্যাপ ক্লেন্স করে ওই অ্যাপ গুলো সরিয়ে দিতে পারেন যেগুলো আপনি আর ব্যবহার করেন না অথবা যেগুলো দরকার এর বেশি ডেটা সংগ্রহ করে।

সাধারণত মনে করা হয় যে সোশ্যাল মিডিয়া, খেলা (গেম্স), বা আবহাওয়া সংক্রান্ত অ্যাপগুলো বোধহয় খুব বেশি ডেটা সংগ্রহ করে না... কিন্তু বাস্তবে অন্য কথা বলে।

অদরকারি অ্যাপ সরানোর প্রক্রিয়া আপনার অনলাইন জীবন কে পরিশুদ্ধ করার একটা ভালো উপায়। নিয়মিত অ্যাপ পর্যালোচনা ইন্টারনেট ডেটা বা ফোন ব্যাটারী ব্যবহার কমিয়ে সামগ্রিক ভাবে ফোনের পারফরমেন্স বাড়িয়ে দিতে পারে।

এন্ড্রয়েড:
সেটিংস → অ্যাপ → যেই অ্যাপ আপনি সরাতে চান → আনইনস্টল.

আইফোন:
যে কোনো অ্যাপ টিপে রাখুন, যতক্ষণ না সব অ্যাপ নড়তে শুরু করে, এবং প্রতিটা অ্যাপ এর ওপরের বাম কোনে একটা ছোট্ট ক্রস চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। যেই অ্যাপ টা ডিলিট করতে চাইছেন, তার ওপরের ক্রস চিহ্নতে ট্যাপ করুন (টিপে দিন)। তারপর হোম বাটন ট্যাপ করে নরমাল মোড এ ফিরে আসুন।